কালের কণ্ঠ

তারিখ ০৬ DEC 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে কালের কণ্ঠ সম্পাদক

উচ্চশিক্ষায় বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

তারুণ্যের হাত ধরেই অর্জিত হয়েছে বাঙালির ভাষার অধিকার। বাঙালির স্বাধীনতাও এসেছে তরুণদের হাত ধরে। আর তরুণদের হাতেই একদিন বাংলাদেশ সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে স্থান করে নেবে বিশ্বদরবারে। উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে কালের কণ্ঠ শুভসংঘের পরিচিতি সভায় এ কথাগুলো বলেছেন কালের কণ্ঠ সম্পাদক ও কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন। এ সময় শিক্ষার্থী তরুণ প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করার আহ্বান জানান তিনি। গতকাল শনিবার রাজধানীর উত্তরায় ভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিল উত্তরা ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ। উপস্থিত ছিলেন উত্তরা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. এম আজিজুর রহমান, উপ-উপাচার্য ড. ইয়াসমিন আরা লেখা, লিংকন ইউনিভার্সিটি কলেজ মালয়েশিয়ার এশিয়াবিষয়ক পরিচালক এস এম জহিরুল ইসলাম সবুজ ও শুভসংঘের উপদেষ্টাসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকরা। শুভসংঘের বন্ধুদের পরিচিতি ও আলোচনা সভার পর অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে অংশ নেন উত্তরা ইউনিভার্সিটি সাংস্কৃতিক বিভাগের সদস্যরা।

দেশের উচ্চশিক্ষায় বাংলা ভাষাকে কম গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে উল্লেখ করে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইমদাদুল হক মিলন বলেন, ভাষার অধিকার অর্জনকারী হিসেবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বাংলা ভাষাকে বিশেষ জায়গা দিতে হবে। তিনি দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ খোলার জোর দাবি জানান।

উপ-উপাচার্য ড. ইয়াসমিন আরা বলেন, 'দেশের তরুণ প্রজন্ম ক্রমশ পশ্চিমা সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকছে। তারা ভুলতে বসেছে আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়টি সেই জায়গা থেকে অনেক ব্যতিক্রম। আমরা অনেক কষ্ট করে হলেও তাদের বাইরের অপসংস্কৃতির ছোঁয়া থেকে দূরে সরিয়ে রেখে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে তৈরি করার কাজটি করে যাচ্ছি। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমৃদ্ধ জাতি সত্যিকারে দেশপ্রেমিক। তাদের হাত ধরেই একদিন শহীদ ও জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের লালিত স্বপ্ন পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে।

পরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উপাচার্য ড. এম আজিজুর রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উত্তরা ইউনিভার্সিটির জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক রহমান মুস্তাফিজ।

এরপর উত্তরা ইউনিভার্সিটির সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা সেলিনা সাজ্জাদ হোসেইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শুভসংঘ বন্ধুদের গান আবৃত্তি ও নাচে ৪৫ মিনিটের এই পরিবেশনা ছিল বেশ প্রশংসনীয়। 'ও আমার দেশের মাটি' গানটি দিয়ে শুরু হয় পর্বটির আর শেষ হয় আজ জীবন খুঁজে পাবি ছুটে ছুটে আয় গানটি দিয়ে।